বাইতুল্লাহর
গল্প
আরিফ আজাদ
sukun
kids

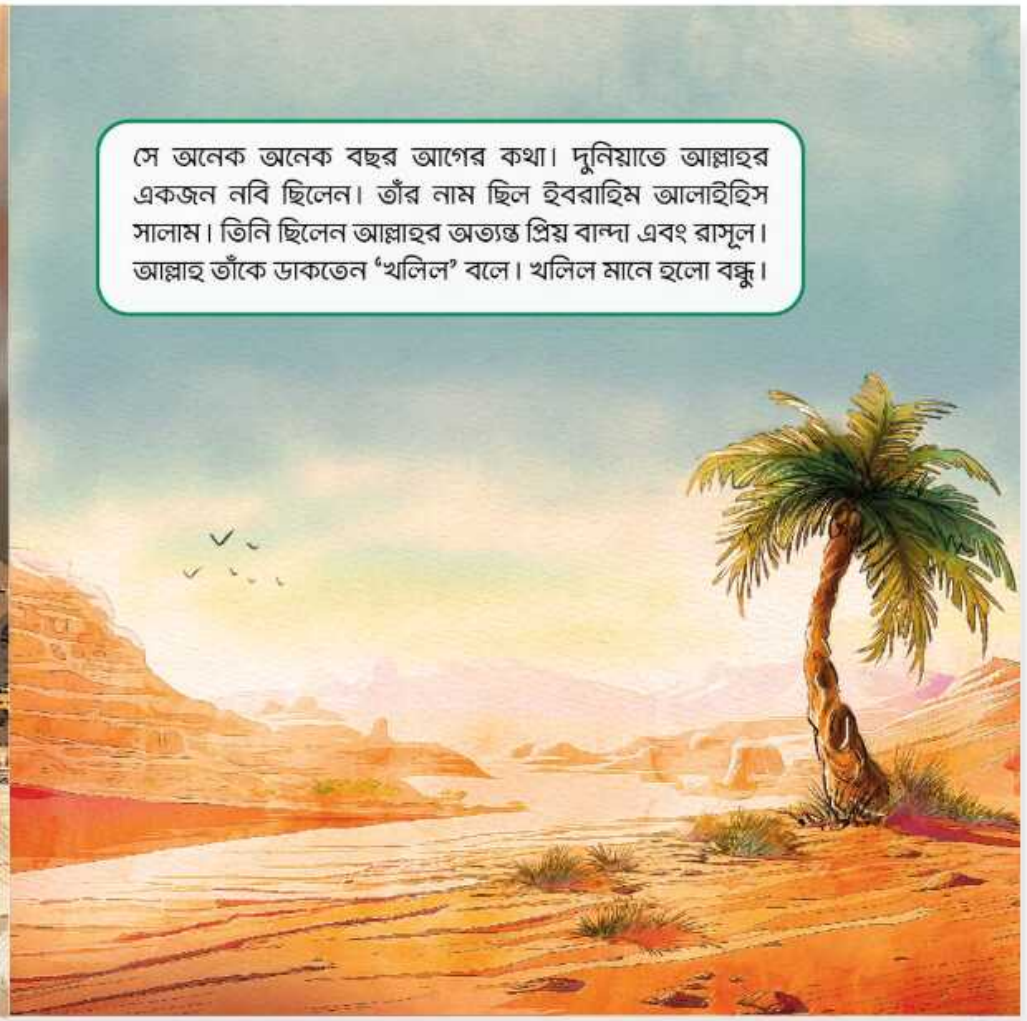
সে অনেক অনেক বছর আগের কথা। দুনিয়াতে আল্লাহর একজন নবি ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। তিনি ছিলেন আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় বান্দা এবং রাসূল। আল্লাহ তাঁকে ডাকতেন 'খলিল' বলে। খলিল মানে হলো বন্ধু।

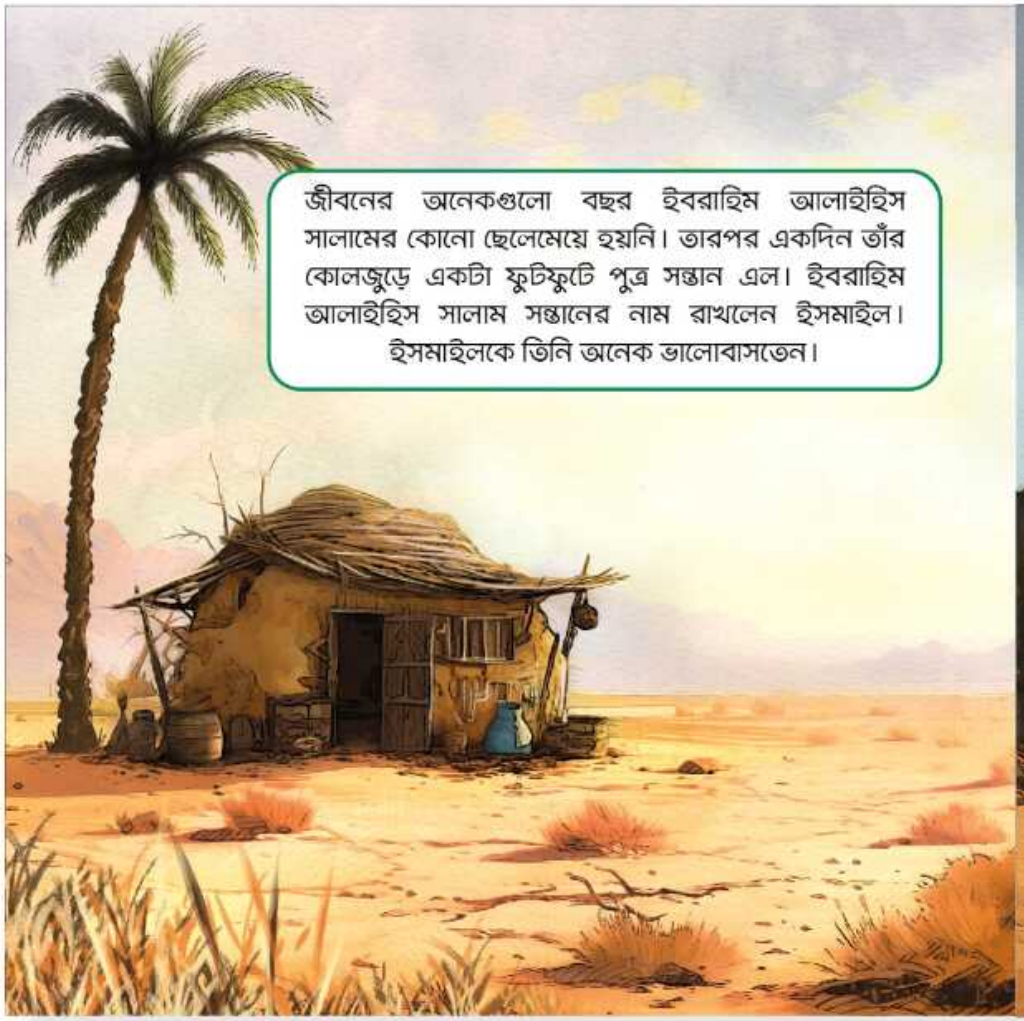
জীবনের অনেকগুলো বছর ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। তারপর একদিন তাঁর কোলজুড়ে একটা ফুটফুটে পুত্র সন্তান এল। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সন্তানের নাম রাখলেন ইসমাইল। ইসমাইলকে তিনি অনেক ভালোবাসতেন।

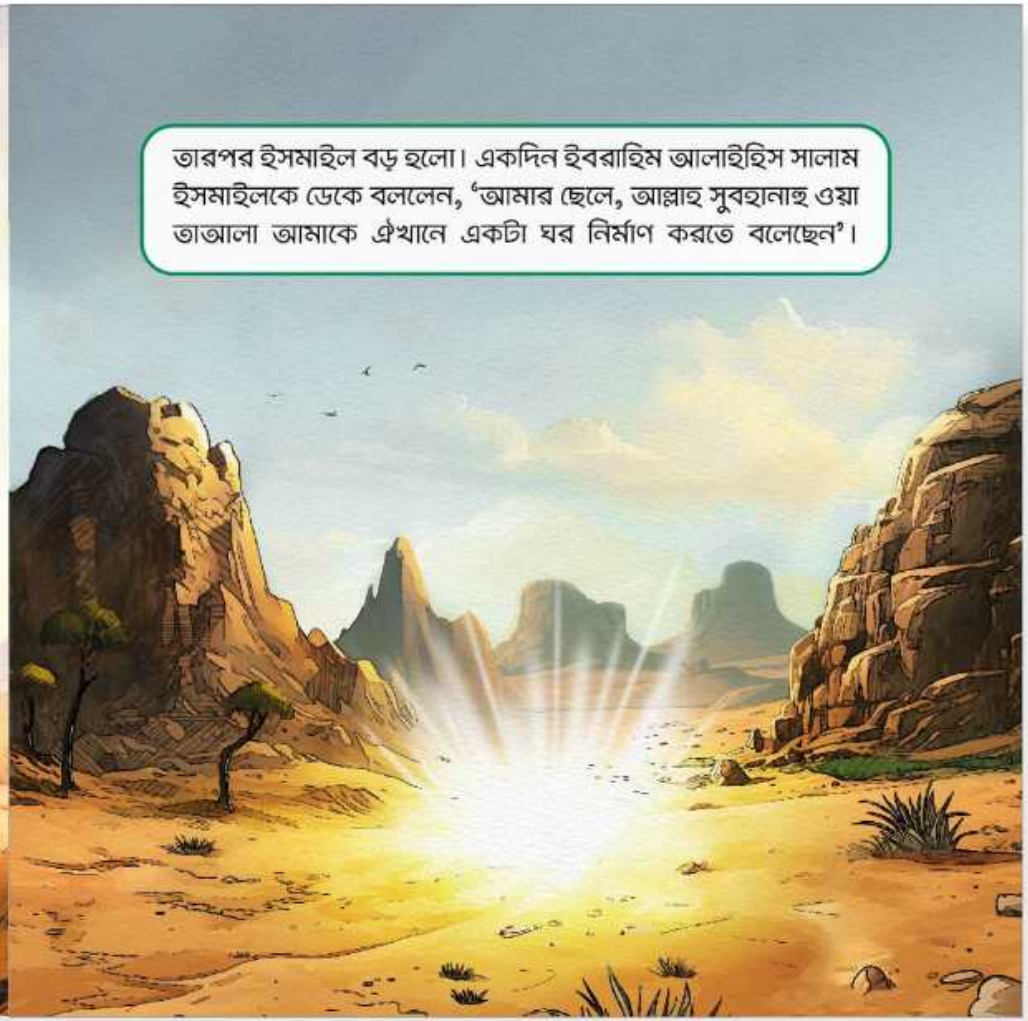
তারপর ইসমাইল বড় হলো। একদিন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ইসমাইলকে ডেকে বললেন, 'আমার ছেলে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে ঐখানে একটা ঘর নির্মাণ করতে বলেছেন'।

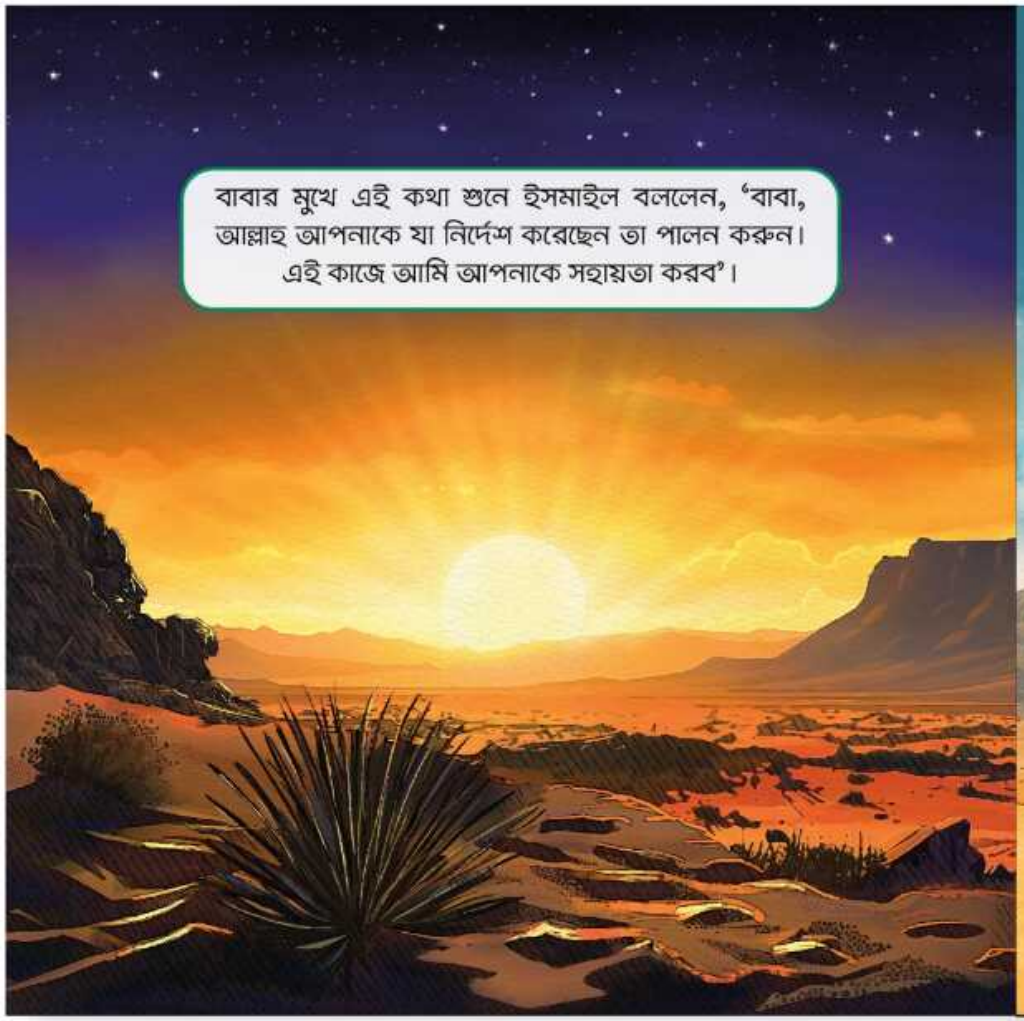
বাবার মুখে এই কথা শুনে ইসমাইল বললেন, 'বাবা, আল্লাহ আপনাকে যা নির্দেশ করেছেন তা পালন করুন। এই কাজে আমি আপনাকে সহায়তা করব'।

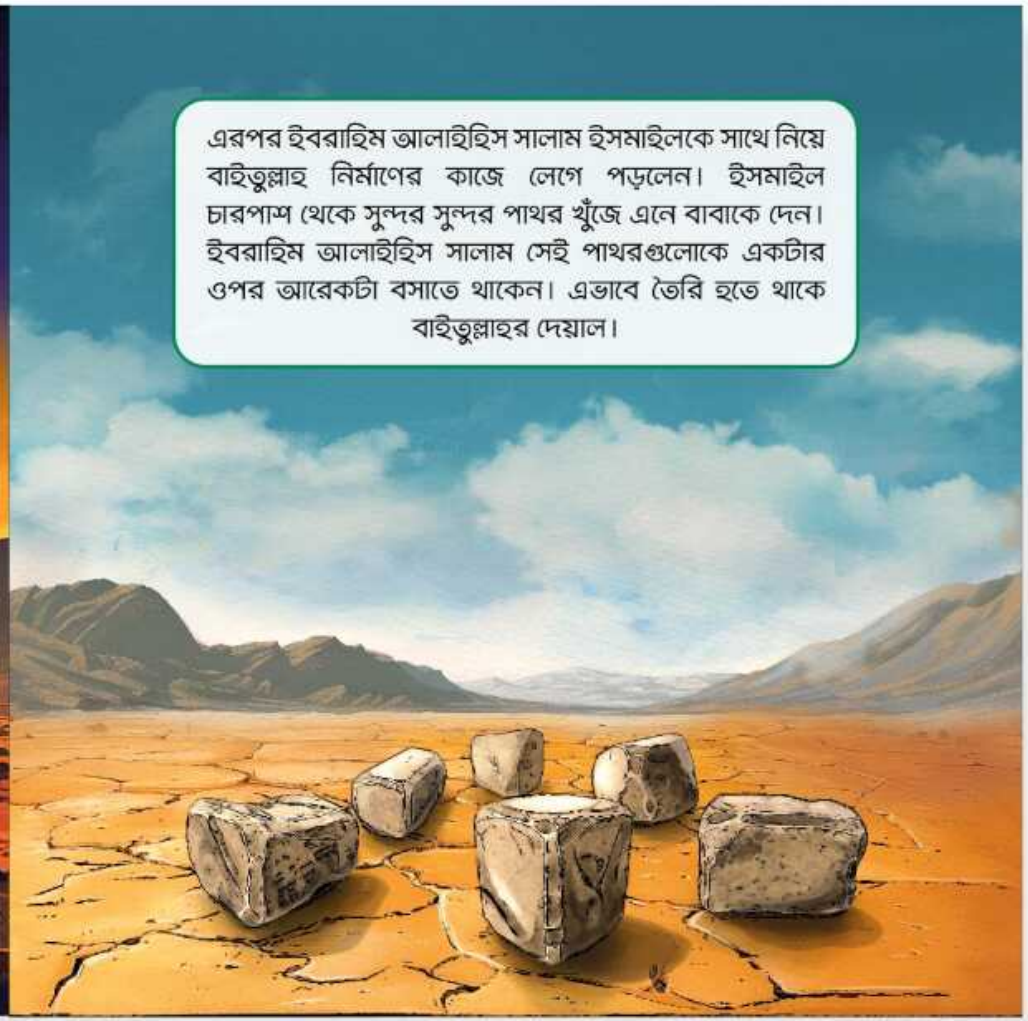
এরপর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ইসমাইলকে সাথে নিয়ে বাইতুল্লাহ নির্মাণের কাজে লেগে পড়লেন। ইসমাইল চারপাশ থেকে সুন্দর সুন্দর পাথর খুঁজে এনে বাবাকে দেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সেই পাথরগুলোকে একটার ওপর আরেকটা বসাতে থাকেন। এভাবে তৈরি হতে থাকে বাইতুল্লাহর দেয়াল।

সেই দেয়াল আস্তে আস্তে উঁচু হতে থাকে। একসময় দেয়াল এতো উঁচু হয়ে গেলো যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আর কাজ করা যায় না।

মাসজিদ আল আকসার গল্প

আরিফ আজাদ

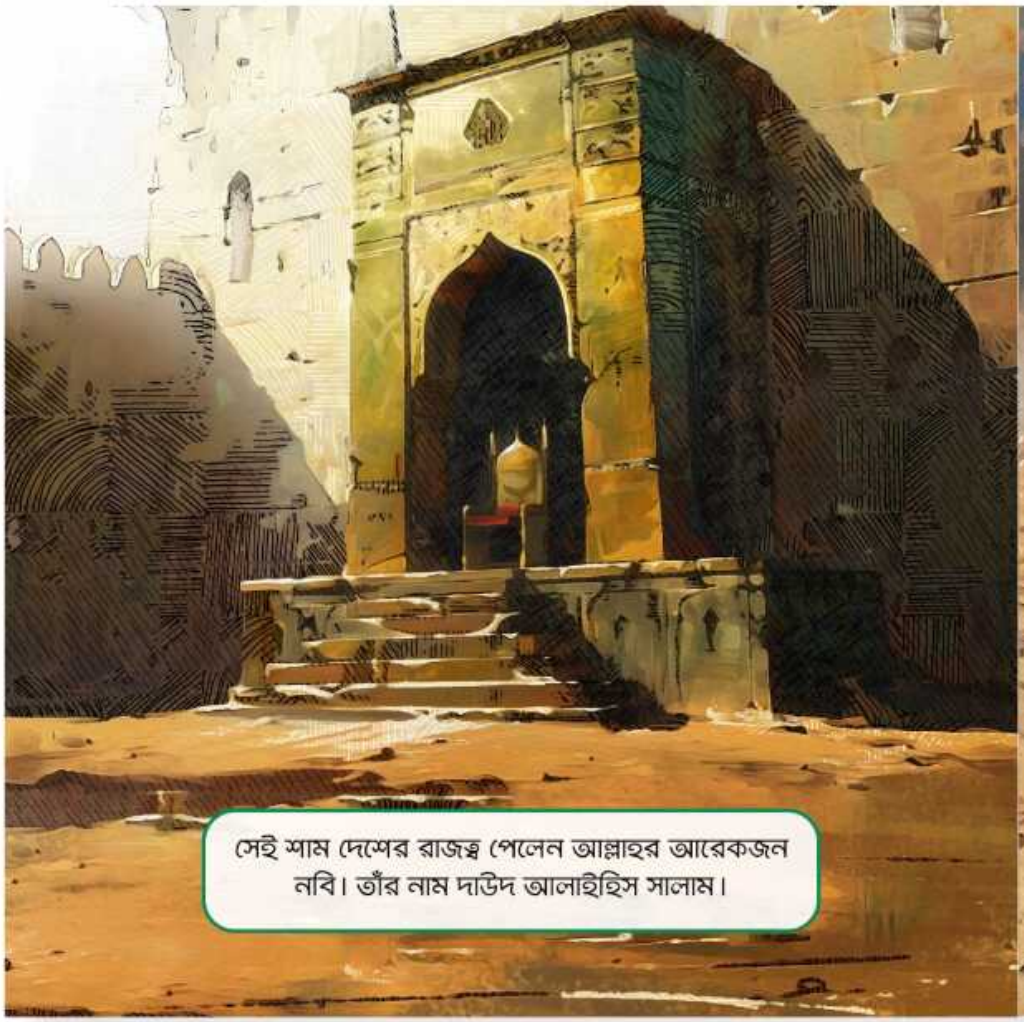
সেই শাম দেশের রাজত্ব পেলেন আল্লাহর আরেকজন নবি। তাঁর নাম দাউদ আলাইহিস সালাম।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী একজন মানুষ। যুদ্ধ করে জালুত নামের এক অত্যাচারী রাজাকে তিনি হত্যা করেন।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নির্মাণ করা মাসজিদকে নতুনভাবে নির্মাণ করেন দাউদ আলাইহিস সালাম।

তাঁর ছিল অনেকগুলো পুত্র সন্তান। তাদের একজনের নাম ছিলো সুলাইমান। দাউদ আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর সুলাইমান আলাইহিস সালাম নবি হোন। বাবার রেখে যাওয়া বিশাল রাজত্বের মালিকও হোন তিনি।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম ছিলেন প্রথম নবি যার হাতে মাসজিদ আল আকসার নির্মাণ কাজ পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়। তবে এই মসজিদের একটা আশ্চর্য গল্প আছে। জিনেরাও এই মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিল।

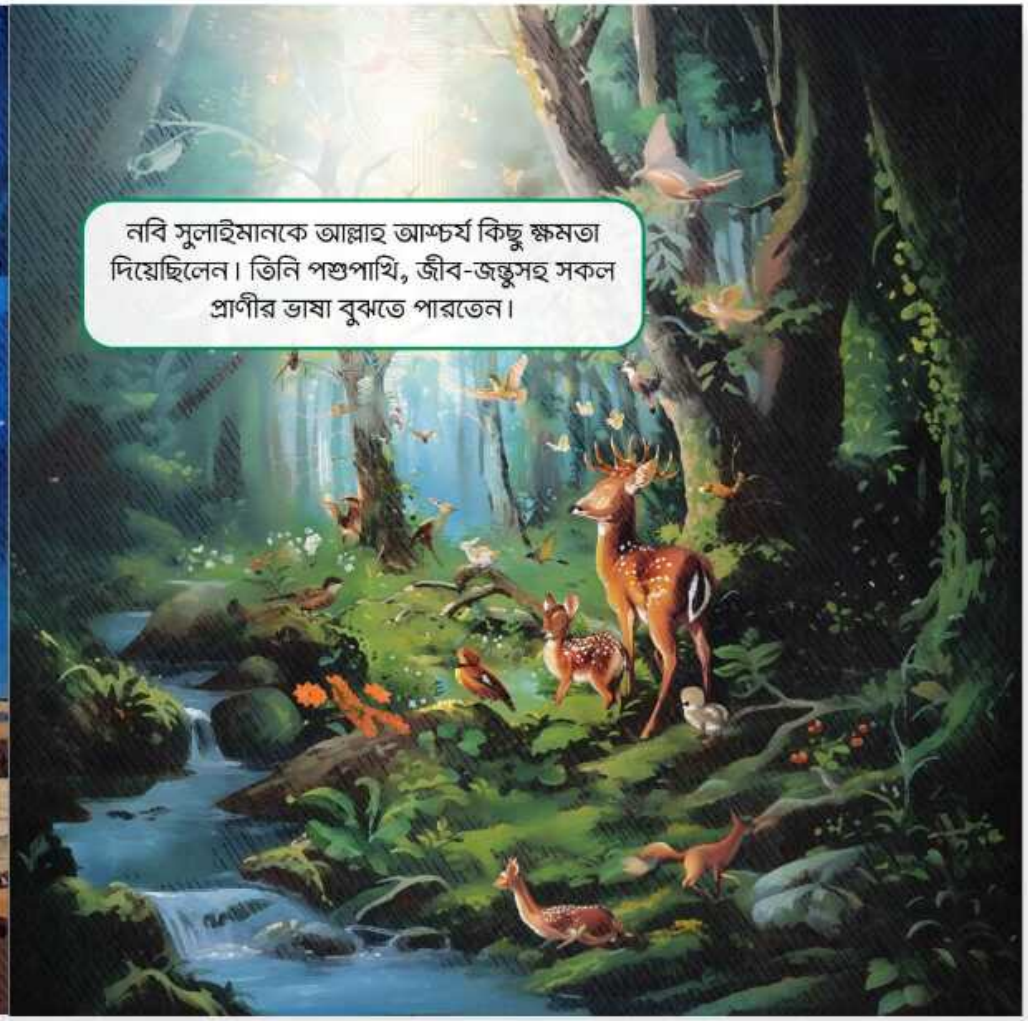
নবি সুলাইমানকে আল্লাহ আশ্চর্য কিছু ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনি পশুপাখি, জীব-জন্তুসহ সকল প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারতেন।

কিন্তু মক্কার লোকজন তাঁর কথা শুনতেই চাইত না। এক আল্লাহর ইবাদাত করতে তারা আপত্তি জানাল। তারা মূর্তির পূজা করবে, চাঁদ-সূর্য-গ্রহ-তারকার পূজা করবে, সাথে আবার আল্লাহকেও ডাকবে।

এই দুটো জিনিস একসাথে হয় না বলেই তো আল্লাহ তাআলা নবিজিকে পাঠিয়েছেন।

নবিজি আল্লাহর কথা বলেন। তাই মক্কার লোকজন তাঁকে পছন্দ করে না। তাঁকে অনেক কষ্ট দেয়, আঘাত করে। তাঁকে পাগল ডাকে, গণক ডাকে, কবি ডাকে।

একবার তো টানা তিন বছর নবিজিকে তারা বন্দিই করে রাখল। নবিজি বাইরে আসতে পারেন না। কাউকে আল্লাহর কথা বলতে পারেন না। কারো সাথে মিশতে পারেন না।

খাবারের কষ্ট, পানির কষ্ট। কী সীমাহীন দুর্ভোগের সময় ছিল সেগুলো।